Annual Report
2019-2020

11th AGM

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

SUNDARBAN GAS COMPANY LIMITED

(A Company of Petrobangla)

SUNDARBAN GAS COMPANY LIMITED

(A Company of Petrobangla)

পিতা দিয়েছেন স্বাধীনতা, কন্যা দিচ্ছেন উন্নয়ন

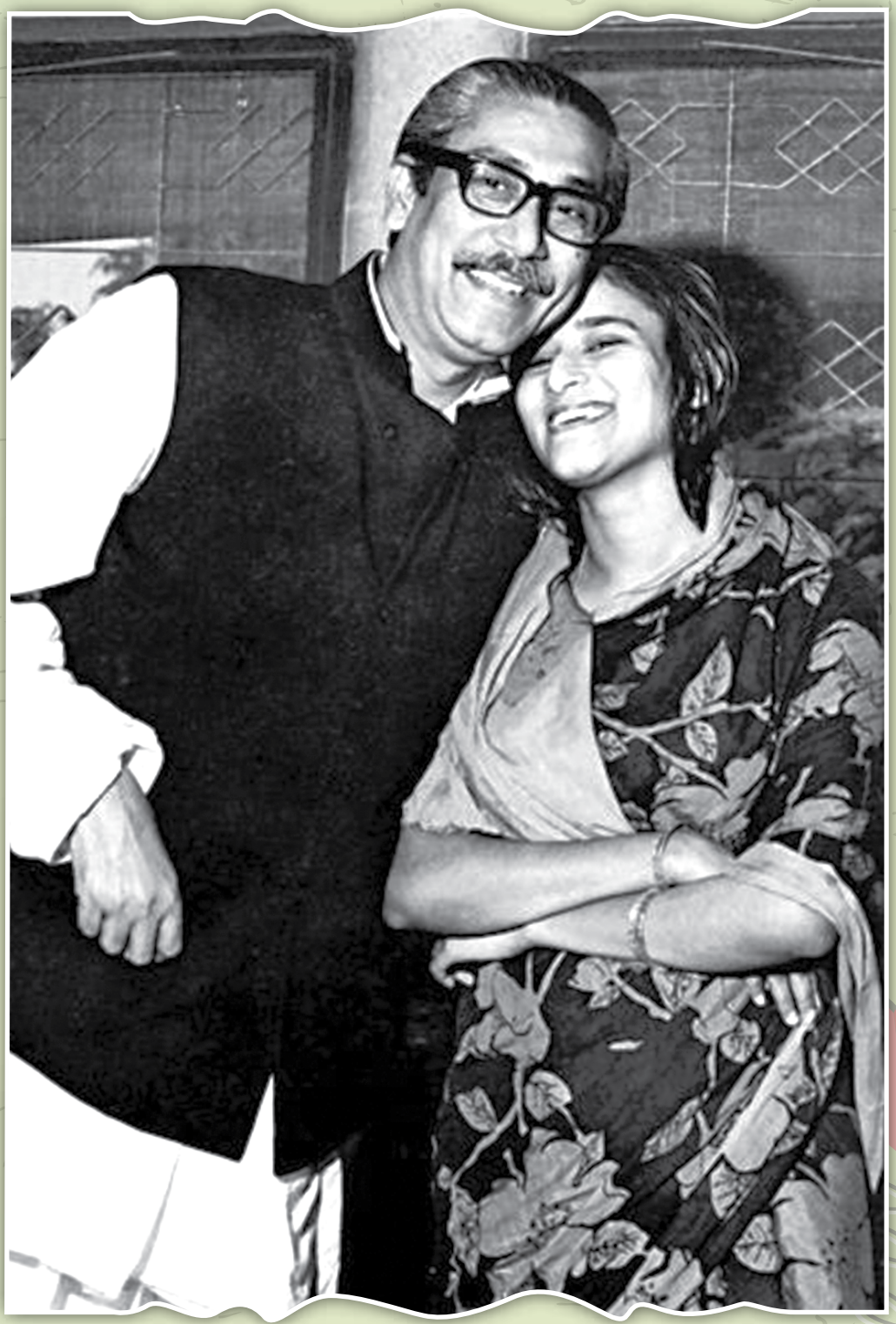

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

With the Compliments of
the Board of Directors
Sundarban Gas Company Limited

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

SUNDARBAN GAS COMPANY LIMITED

(A Company of Petrobangla)

Company Profile

Name of The Company	:	Sundarban Gas Company Limited
Date of Registration	:	23 November 2009
Company's Status	:	Public Limited Company
Registered Office	:	Khulna
Head Office	:	Abir Tower, 218, M. A. Bari Sarak, Sondanga, Khulna
Dhaka Liaison Office	:	Petrocenter (13th Floor), 3 Kawranbazar C/A, Dhaka-1215
Supervisory Organization	:	Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Administrative Ministry	:	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
Authorized Capital	:	Tk. 300.00 Crore
Paid up Capital	:	Tk. 700.00
Total Numbers of Shares	:	300 Lacs
Franchise Area	:	Khulna & Barishal Divisions and Part of Dhaka Division (Faridpur, Gopalganj, Madaripur, Shariatpur, Rajbari District)
First Annual General Meeting	:	20 May' 2011
Total Manpower	:	Approved: 522 (Officer: 217, Staff: 305) Present Manpower: 180 (Officer: 49, Outsource Staff: 123, Temporary Staff: 08)
Company's Website Address	:	www.sgcl.org.bd
Company's E-mail Address	:	sundarbangas@gmail.com
Daily Gas Sales (Average)	:	80 MMSCF
Total Number of Customer Connection	:	2,386
Total Volume of Gas Consumed During This Year	:	956.041 MMSCM
Gas Pipeline Network	:	a. Transmission Pipe Line : 33.842 Km b. Feeder Main & Service (Distribution) Line: 107.714 Km

Contents

Messages	06-11
Shareholders	12
Board of Directors	13
Notice of 10th Annual General Meeting	14
Report of the Board of Directors	
Bangla	15-33
English	34-53
Auditors' Report	54-57
Statement of Financial Position	58-59
Statement of Comprehensive Income	60-61
Cash Flow Statement	62
Statement of Changes in Equity	63
Notes to the Accounts	64-84
Schedule of Fixed Assets	85
Statement of Capital Work in Progress	86
Budget Variance	87
Key Performance Indicator (KPI)	90
Graphs	91-95
Pictorial View	96

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মুজিব বর্ষে এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে সমৃদ্ধ ও টেকসই করতে সরকার জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দেশীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। আমি আশা করি সরকার ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিসিক ও অন্যান্য পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিৎ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং কোম্পানির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম)

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর রয়েছে অপরিসীম অবদান। প্রকৃতপক্ষে, দেশের জ্বালানি খাতের মূলভিত্তি রচিত হয় ৯ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সেল অয়েল থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের Esso EasterN Ind. কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেল মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে 'রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সমুদ্র উপকূলীয় জোন' আইন প্রণয়নের মাধ্যমে-যা এ অঞ্চলে সমুদ্র সংক্রান্ত প্রথম আইন যা-'ব্লু ইকোনমি'র সূচনা আইন। ব্লু-ইকোনমি জোনের সম্পদ, সম্ভাবনার অপার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। তাছাড়াও বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে 'গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা' সংযুক্ত করে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকাতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে 'রূপকলপ-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমি আশা করি, এসজিসিএল-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের মেধা, শ্রম ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।

আমি জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নসরুল হামিদ, এমপি)

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি মুজিববর্ষে এ প্রকাশনার মাধ্যমে আলোচ্য অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক তথ্য প্রতিফলিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনাকালীন বৈশ্বিক মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও জ্বালানি খাতে সাফল্য অর্জনের ধারা অব্যাহত আছে। রুপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে টেকসই জ্বালানি পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি সুরক্ষা অর্জন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিদ্যমান জ্বালানি ঘাটতি পূরণে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন,পরিচালন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি এলএনজি আমদানি অব্যাহত আছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মংলা ও পায়রার গভীর ও অগভীর সমুদ্রে FSRU নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও গ্যাসের উৎস হিসেবে অফটেক নির্ধারণের কাজ চলমান। সংশ্লিষ্ট টার্মিনাল ও পাইপলাইন অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক এ অঞ্চল দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে এলএনজি আমদানি করা সম্ভব হবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে ভোলায় প্রাপ্ত গ্যাস এবং আমদানিকৃত এলএনজির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিৎ করতে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আশা করি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুষ্ঠু ও কার্যকর গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে এ কোম্পানি দেশের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কোম্পানির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আনিছুর রহমান)

এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ্
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
ও
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ, এসজিসিএল

বাণী

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পট্রোবাংলা) এর আওতাধীন সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর্থিক, উন্নয়নমূলক ও অপারেশনাল কর্মকান্ডকে সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে নিরাপদ জ্বালানি সরবরাহ এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখা সরকারের মূল উদ্দেশ্য । বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে জ্বালানি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন, পরিচালন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড ২৮ আগষ্ট, ২০১৩ সাল হতে বিপণন কার্যক্রম শুরু করে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানিটি মোট ৯৫৬.০৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ৪৪,২৩৪.৩৯ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় খাতে ৪,৬৭০.৮১ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৮,৯০৫.২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। গ্যাসের অপচয় রোধ ও রাজস্ব আয় ৪২.৩৩% বৃদ্ধি করে আলোচ্য অর্থবছরে ৮০৫০.৮৫ লক্ষ টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে এবং ২৯.৬৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

বাণিজ্যিক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কোম্পানি গ্যাসের সুষ্ঠু বিতরণ, বিপণন ও উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে এ কোম্পানি কর্তৃক দৈনিক গড়ে ৮০ এমএমএসসিএফ হারে সরবরাহকৃত গ্যাসের ৯৮ ভাগই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়ে দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, মংলা, গোপালগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিসিক, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইপিজিড ও অন্যান্য শিল্প ঘন এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করি এসজিসিএল-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের শ্রম, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোম্পানির অধিভূক্ত এলাকায় সুষ্ঠু গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবেন এবং দেশের জ্বালানি খাতকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি এসজিসিএল-এর বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ্)

গুলনার নাজমুন নাহার
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ, এসজিসিএল
ও
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে কোম্পানির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে সময়ে ব্যাপক হারে বাড়বে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা। এ খাতে প্রয়োজন হবে টেকসই ব্যবস্থাপনার। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন, পরিচালন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড ২৮ আগষ্ট, ২০১৩ সাল হতে বিপণন কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত ভোলা শহরে ২৩৪৬টি মিটার বিহীন গৃহস্থালি, ২৬টি মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, ২টি বাণিজ্যিক, ৫টি শিল্প, ২টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১ টি ৯৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ও ১টি ৩৪.৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ১টি সরকারি ২২৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ১টি বেসরকারি ২২০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১টি সরকারি ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ গ্যাস সরবরাহ এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে এসজিসিএল-এর অধিভুক্ত এলাকায় দৈনিক গড়ে ৮০ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাভুক্ত এলাকায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-গোপালগঞ্জ ও ভোলার সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, বিসিক শিল্পাঞ্চলসহ বিভিন্ন শিল্পঘন এলাকায় গ্যাস সংযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আবাসিক গ্যাস গ্রাহকদের শতভাগ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসজিসিএল এর আওতাধীন এলাকায় অদ্যাবধি কোন অবৈধ পাইপলাইন এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগ পাওয়া যায় নি। ভিজিল্যান্স কার্যক্রম এবং বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে এ কোম্পানির ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কোম্পানির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৃঢ় মনোবল ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে গ্যাস সরবরাহ করে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ক্যাপটিভ খাতে কোম্পানির মোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ৯৫৬.০৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং মোট ও নীট গ্যাস বিক্রয় রাজস্ব যথাক্রমে ৪৪২৩৪.৩৯ লক্ষ ও ৫৩১৫.৬৭ লক্ষ টাকা। গ্যাসের অপচয় রোধ ও রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে কোম্পানির করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফা যথাক্রমে ৮,০৫০.৮৪ লক্ষ ও ৫,৪৩৪.৩২ লক্ষ টাকা অর্জন করেছে যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩১.১৭% ও ৩৬.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে লভ্যাংশ বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ১৯.৬৩ কোটি টাকা সহ সর্বমোট ২৯.৬৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। চলমান উন্নয়নমূলক ও অপারেশনাল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা গেলে ভবিষ্যতে এ কোম্পানির আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে।

এসজিসিএল এর কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় পরিচালনা পর্ষদসহ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, কোম্পানির সাফল্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

(গুলনার নাজমুন নাহার)

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

সৈয়দ মোঃ নাসির উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

বাণী

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে আলোচ্য অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব ও কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত এবং গৃহীত সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়নের অবারিত দ্বার উন্মোচনে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ সালে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ভোলা এলাকায় গত ২৮ আগষ্ট ২০১৩ সাল হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ভোলা শহরে ২৩৪৬টি মিটার বিহীন গৃহস্থালি, ২৬টি মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, ২টি বাণিজ্যিক, ৫টি শিল্প, ২টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১টি ৯৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ও ১টি ৩৪.৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট, ১টি সরকারি ২২৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, ১টি বেসরকারি ২২০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১টি সরকারি ৪১০ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট-এ গ্যাস সরবরাহ এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে এসজিসিএল এর অধিভূক্ত এলাকায় গড়ে দৈনিক প্রায় ৮০ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

এসজিসিএল কর্তৃক সরবরাহকৃত গ্যাসের সিংহভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়ে দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ভোলায় নির্মিতব্য গ্যাস ভিত্তিক ২২০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৮ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, এনডব্লিউপিজিসিএল-এর অর্থায়নে নির্মিতব্য খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সেপ্টেম্বর'২০২১ হতে ৩৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। খুলনা জেলায় এনডব্লিউপিজিসিএল-এর অর্থায়নে নির্মিতব্য রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)-এর অর্থায়নে ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হলে দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা নিরাসনে এই কোম্পানির অংশীদারিত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, এসজিসিএল-এর অধিভুক্ত কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, মংলা, গোপালগঞ্জ, ভোলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিসিক, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইপিজেড ও অন্যান্য শিল্প ঘন এলাকার নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত ২০১৯-২০২৫ সাল মেয়াদে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে কুষ্টিয়া বিসিক এলাকায় নতুন শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে ১০" ব্যাস × ৪০ পিএসআইজি × ১.৭ কিঃ মিঃ পাইপলাইন ও ১টি ডিআরএস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্রমান্বয়ে ঝিনাইদহ ও যশোর এলাকার নতুন শিল্প গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে কোম্পানি মোট ৯৫৬.০৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ ৪৪২৩৪.৩৯ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় খাতে ৪৬৭০.৮১ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৮৯০৫.২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। বিগত অর্থ-বছরে এ আয়ের পরিমান ছিল ৩৪৩৬১.৬৩ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ৩৮৯১৮.৭২ লক্ষ এবং বিতরণ ব্যয় ১৭৪৩.৬১ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ৪০৬৬২.৩৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক সুদ খাতে আয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৮০৫০.৮৪ লক্ষ ও ৫৪৩৪.৩২ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থ-বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৩৭.৮০ লক্ষ ও ৩৯৮৯.৫৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির মোট রাজস্ব আয় ৪২.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিচালন ব্যয়সহ মোট ব্যয় ৪৬.৫৯% বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফা বিগত অর্থ-বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৩১.১৭% ও ৩৬.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে।। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কোম্পানি লভ্যাংশ বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং আয়কর বাবদ ১৯.৬৩ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৯.৬৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে, যা বিগত অর্থ বছরে ছিল ২৬.১৮ কোটি টাকা।

করোনাকালীন বৈশ্বিক মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কোম্পানির এ অগ্রযাত্রায় সার্বিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিইআরসি, ইআরডি, দাতা সংস্থা, বিভিন্ন দপ্তর ও পরিদপ্তর, পেট্রোবাংলা এবং এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি কোম্পানির সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অবদান রাখায় কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি কোম্পানির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(সৈয়দ মোঃ নাসির উদ্দিন)

Shareholders

A B M ABDUL FATTAH
Chairman, Petrobangla

NAZMUL AHSAN
Director (Administration)
Petrobangla

MD. HARUN-OR-RASHID
Director (Finance)
Petrobangla

MD. AYUB KHAN CHOWDHURY
Director (Planning)
Petrobangla

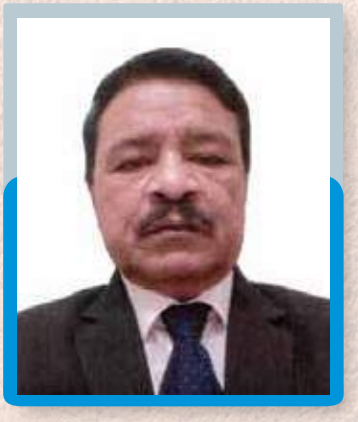

ENGR. MD. SHAHEENUR ISLAM
Director (PSC)
Petrobangla

ENGR. ALI MOHD. AL-MAMUN
Director (Operation & Mines)
Petrobangla

SYED ASHFAQUZZAMAN
Secretary
Petrobangla

The Board of Directors

GULNAR NAZMUN NAHAR
Chairman, SGCL Board
&
Additional Secretary (Planning)
Energy & Mineral Resources Division
Government of Bangladesh

DR. MOHA. SHER ALI
Director, SGCL Board &
Joint Secretary
Energy and Mineral Resources Division
Government of Bangladesh

MAHBUBA FARJANA
Director, SGCL Board &
Director (Admin & Training)
Bangladesh Petroleum Institute

SK AKTAR HOSSAIN
Director, SGCL Board &
Joint Secretary (Development),
Energy & Mineral Resources Division
Government of Bangladesh

MD. AYUB KHAN CHOWDHURY
Director, SGCL Board &
Director (Planning),
Petrobangla

MOLLAH MIZANUR RAHMAN
Director, SGCL Board &
Deputy Secretary
Energy and Mineral Resources Division
Government of Bangladesh

H.M. KHALID IFTEKHER
Director, SGCL Board &
Deputy Secretary
Energy and Mineral Resources Division
Government of Bangladesh

WILLIAM PROLOY SAMADDER
Director, SGCL Board, SGCL

SYED MD. NASIR UDDIN
Director, SGCL Board &
Managing Director, SGCL

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

SUNDARBAN GAS COMPANY LIMITED

(A Company of Petrobangla)

সূত্র নং ঃ ২৮.২১.০০০০.১১০.০৬.০১৪.১৪/এজিএম-১১/৯২ তারিখ ঃ ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ জানুয়ারি' ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ (১৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ), রোজ শনিবার, বিকাল ৩:০০ টায় অনলাইন প্লাটফর্ম (Zoom App)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সভার কার্যপত্র অতিসত্ত্বর প্রেরণ করা হবে। Zoom Meeting ID: 846 4518 6069; Password: 302020

সভার আলোচ্যসূচী ঃ

১। কোম্পানির ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
২। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব, স্থিতিপত্র এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন;
৪। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন;
৫। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
৬। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নিয়োগ নিয়মিতকরণ;
৭। কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন উন্নীতকরণের বিপরীতে ৫০২৭৫৯২.৫২ (পঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই দশমিক বায়ান্ন) সংখ্যক শেয়ার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলার প্রতিনিধিত্বকারী চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলার অনুকূলে স্টক ডিভিডেন্ড হিসেবে ঘোষণা;
৮। বিবিধ ঃ চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য বিষয়াবলী বিবেচনা।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকবৃন্দকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সম্মানিত কোন শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে সভায় উপস্থিত হতে অপারগ হলে প্রক্সি (Proxy) ফর্ম জমাদানের মাধ্যমে তাঁর পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রক্সি ফর্ম এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

সংযুক্তি ঃ প্রক্সি-ফর্ম।

(শাহ আলম মোল্লা)
কোম্পানি সচিব

বিতরণ ঃ

শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ ঃ

১। জনাব এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২। জনাব নাজমুল আহসান, পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ আইয়ুব খান চৌধুরী, পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৫। প্রকৌ. মোঃ শাহীনুর ইসলাম, পরিচালক (পিএসসি), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৬। প্রকৌ. আলী মোঃ আল-মামুন, পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৭। জনাব সৈয়দ আশফাকুজ্জামান, সচিব, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৮। পেট্রোবাংলা ঃ প্রতিনিধিত্বকারী-চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।

পরিচালকবৃন্দ ঃ

১। বেগম গুলনার নাজমুন নাহার,অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা),জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২। ড. মহ: শের আলী, যুগ্ম সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩। বেগম মাহবুবা ফারজানা, যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, উত্তরা, ঢাকা।
৪। জনাব সেখ আকতার হোসেন, যুগ্ম সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৫। জনাব মোঃ আইয়ুব খান চৌধুরী, পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৬। জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান, উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৭। জনাব এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার,উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৮। জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, ৭৪, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা।
৯। জনাব সৈয়দ মোঃ নাসির উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, খুলনা।

অনুলিপি ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।
২। সহকারী নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়, ট্রিবিউন টাওয়ার, ২বি, কেডিএ অ্যাভিনিউ, খুলনা।
৩। এ.বি সাহা এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, ৭৮ (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ সভায় কোম্পানির ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক মণ্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ এবং পরিচালনা পর্ষদের দিক নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে করোনাকালীন বৈশ্বিক মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কোম্পানির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আমি পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ পরিচালন, বিপণন, আর্থিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

১.০০ কোম্পানি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

আপনারা অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ এর প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির উপরও পড়েছে। সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে করোনাকালীন বিপর্যয় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে। আপনারা জানেন যে, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদাব্যাপক হারে বাড়বে। নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, স্বল্পমূল্যে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ, প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মধ্যে বিনিয়োগ ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, প্রতিষ্ঠিত সক্ষমতার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জ্বালানিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, জ্বালানির উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ-নীতি নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই এ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হবে। বর্তমান

এসজিসিএল-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা

জ্বালানি চাহিদার সিংহভাগ মেটানো হয়ে থাকে দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা। অন্যান্য জ্বালানি অপেক্ষা প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য কম হওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ গ্যাস বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে। শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে খুলনা খ্যাতি লাভ করলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী বিকশিত হতে পারেনি। দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানীর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। ২৩ নভেম্বর, ২০০৯ সালে খুলনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্পে গ্যাসের সরবরাহ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে বিকাশ লাভের স্বর্ণদুয়ার উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়। খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলাসমূহ এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

এসজিসিএল-এর বোর্ড সভা

২.০০ কোম্পানির বিকাশ লাভের পটভূমি

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, ১৯৯৫ সালে ভোলার শাহবাজপুরে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে গ্যাস উত্তোলন এবং ট্রান্সমিশন ও ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন নির্মাণ করে গ্যাস বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ভোলা এসজিসিএল-এর অধিভুক্ত এলাকা হওয়ায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটি বাপেক্স-এর নির্মিত সঞ্চালন পাইপলাইনসহ বিতরণ অবকাঠামোসমূহ এসজিসিএল-এর নিকট ২১,৯২,৩৬,০৩৩/- টাকা মূল্যে হস্তান্তরের সুপারিশ করে। কোম্পানির বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উল্লেখিত অর্থ বাপেক্সকে পরিশোধ করা হয় এবং ১ মে, ২০১৩ তারিখ হতে কার্যকর করে বাপেক্স এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর মধ্যে ভেন্ডার চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ভেন্ডর চুক্তি অনুযায়ী ভোলার গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশনের সাথে সম্পৃক্ত পাইপলাইন, ডিআরএস, আরএমএস, ভূমি, অফিস ভবন ও অন্যান্য পরিসম্পদ বাপেক্স কর্তৃক এসজিসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এসজিসিএল একটি বিতরণ কোম্পানি হিসেবে ২৮ আগষ্ট ২০১৩ বিতরণ পাইপলাইন কমিশনিং এর মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম শুরু করে।

৩.০০ কোম্পানির বর্তমান অবস্থা

এ কোম্পানি ভোলা শহরে ২৩৪৬টি মিটার বিহীন গৃহস্থালি, ২৬টি মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, ২টি বাণিজ্যিক, ৫টি শিল্প, ২টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১টি ৯৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ও ১টি ৩৪.৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট, ১টি সরকারি ২২৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, ১টি বেসরকারি ২২০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল

পাওয়ার প্লান্টে এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১টি সরকারি ৪১০ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট-এ গ্যাস সরবরাহ এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে এসজিসিএল এর অধিভূক্ত এলাকায় গড়ে দৈনিক প্রায় ৮০ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। কোম্পানির বিভিন্ন ব্যাসের ট্রান্সমিশন এবং ডিষ্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের সর্বমোট পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩.৮৪২ কি:মি: এবং ১০৭.৭১৪ কি:মি।

৪.০০ বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.০১ নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-এ গ্যাস সরবরাহ

জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী আরএমএস ও পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক ভোলার বোরহানউদ্দিনে অবস্থিত নির্মাণাধীন নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২২০ মেঃওঃ গ্যাস/ ২১২ মেঃওঃ (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে- গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০ তারিখে কমিশনিং করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অনুমোদিত লোড দৈনিক ৩৮ এমএমসিএফডি। বর্তমানে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারবাইন-১ (GT-11) ও গ্যাস টারবাইন-২ (GT-12) এর কমিশনিং/টেস্টিং কাজ চলমান থাকায় দৈনিক প্রায় ১৮ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

এসজিসিএল-এর ১০ বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত অতিথিবৃন্দ

৪.০২ M/S Aggreko International Projects Ltd. Singapore এর ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ

M/S Aggreko International Ltd., Singapore রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত আরএমএস নির্মাণপূর্বক গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত আছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অনুমোদিত লোড ২৬ এমএমএসসিএফডি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে গড়ে ১৫.০০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস আপগ্রেডেশন (৬০০ psig থেকে ১০০০ psig-এ উন্নীতকরণ)-এর কাজ চলমান। আরএমএস আপগ্রেডেশনের জন্য M/S Aggreko কর্তৃক প্রেরিত Major Equipment এর Specification সংক্রান্ত কারিগরি দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে অত্র কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৪.০৩ ২৫,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপন

ভোলা এলাকার তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস ও ভোলা ডিআরএস-এ সংগৃহীত কনডেনসেট কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের

লক্ষ্যে ২৫,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড কনডেনসেট ট্যাংক, ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস-এলাকায় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত ওভারহেড কনডেনসেট ট্যাংক স্থাপনকাজ সম্পাদনের নিমিত্ত SHAMSUDDIN MIA & ASSOCIATES LTD-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক উক্ত কনডেনসেট ট্যাংক নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৪.০৪ পাইপ লাইন নির্মাণ

নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অর্থায়নে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য এনডব্লিউপিজিসিএল এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) এর যৌথ তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণের বিষয়ে ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। তদনুযায়ী এনডব্লিউপিজিসিএল কর্তৃক আহবানকৃত দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগকৃত বৈদেশিক ঠিকাদার M/S China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited কর্তৃক জিটিসিএল-এর খুলনাস্থ আড়ংঘাটা সিজিএস হতে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি আঙ্গিনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৯.২১২৭ কি.মি. এবং ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১.৮৫৫৩ কি.মি. অর্থাৎ মোট ১১.০৬৮ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন এবং ২৮০ পিএসআইজি চাপে বর্ণিত পাইপলাইনে গ্যাস প্যাকিং করে গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এসজিসিএল-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত অতিথিবৃন্দ

৫.০০ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

৫.০১ নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড (এনবিবিএল)-এর ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি-তে গ্যাস সরবরাহ

নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ (এনবিবিএল) কর্তৃক ভোলার বোরহানউদ্দিনে স্থাপিত ২২০ মেঃওঃ (এইচএসডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রাহক অর্থায়নে (Depository Works) ৪৮ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস ও ১২"DN × ৭km × ১০০০ Psig পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে অত্র কোম্পানি এবং M/S Tormene Americana SA-JVCA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। M/S Tormene Americana SA-JVCA এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ০৪/০৫/২০২০ তারিখে Letter of Credit (L/C) ইস্যু করার ৩০০ (তিনশত) দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত আরএমএস ও পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১৯/০৫/২০২০ তারিখে Force Majeure ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫০ দিন অর্থাৎ ২৮/০৭/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।